বক্ষ বিদরিয়া, দিব দেখাইয়া,
তেমন নির্ব্বোধ নয়।
পর দেহ ধরি, কা'র দেহ চিরি,
অধিকার নাহি তায়।।
তার একজন, পবন-নন্দন,
হৃদি বিদারি' দেখায়।
করিল জহুরী, তা'তে লাজে মরি,
পশু-শিশু আমি নয়।।
যে জানে অন্তর, চিরিয়া অন্তর,
অন্তর দেখাতে হয়?
সে রহে অন্তরে' না রহে অন্তরে,
অন্তরের ধন নয়।।
থাকিয়া অন্তরে, কি জেনে অন্তরে,
মারিস্ অন্তর হ'য়ে।
কে তোর আপন, বুঝিব এখন,
আয় দেখি নাও বেয়ে।।
দিব জলাঞ্জলি, সব ঠাকুরালী,
যা থাকে আমার ভাগ্যে।
বুঝিব ক্ষমতা, আজ সেই ত্রেতা,
দেখুক ভক্ত বর্গে।।
এক একবার, ভীষণ চিৎকার,
কহিছে 'সার রে সার।'
অধরোষ্ঠ কম্পে, এক এক লম্ফে,
ভূমিকম্পে লম্ফে তার।।
ঠাকুর দেখিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
কহিছে কুবের ঠাঁই।
চেয়ে দেখ আঁড়ি, আজ তোর বাড়ী,
গিয়া মম কাজ নাই।।
অদ্য কিবা ঘটে, কি আছে ললাটে,
যাইব না ফিরে চল।
প্রভু পুনরায়, রঙ্গ বাড়ী যায়,
নাহি যেন বুদ্ধি বল।।

কুবের আসিল, পাগলে বলিল,
'ঠাকুর এলনা হেথা।
আমি অভাজন, করি কি এখন,
উপায় কি যা'ব কোথা।।'
কহিছে গোলোক, কেন হেন শোক,
পিতা কি ছাড়িবে সুতে।
এল এল এল, না এল না এল,
দয়া কি পারে ছাড়িতে।।
দ্রব্য আদি যত, করেছে প্রস্তুত,
রাখিয়াছে ভারে ভারে।
মাথায় লইয়া, রঙ্গ বাড়ী নিয়া,
খাওয়ে এস বাবারে।।
ভরি দুই হাঁড়ি, রঙ্গদের বাড়ী,
কুবের যখনে যায়।
গললগ্নী বাসে, ভকতি উল্লাসে,
গোলোক পুলকে ধায়।।
রঙ্গের ঘাটেতে, যায় যখনেতে,
ঠাকুর আসিল ঘাটে।
গোলোক পাগলে, কুবের কহিলে,
হরিচাঁদের নিকটে।।
শুনিয়া শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি।
যুধিষ্ঠির রঙ্গে কয়।
কুবের সঙ্গেতে, আমি এখনেতে,
চলিলাম নিজালয়।।
সেই তো তরণী, পাইয়া অমনি,
শ্রীহরি উঠিল নায়।
কুবের সঙ্গেতে, ব্যতিব্যস্ত চিতে,
আসিলেন নিজালয়।।
এল যুধিষ্ঠির, চক্ষে বহে নীর,
গোলোক আসিল তথা।
ভকত লইয়া, ঠাকুর বসিয়া,
কহিছেন মিষ্ট কথা।।